B.A 2nd Semester (General)
Paper- CC2
Section- C (Unit-I)

□ সংস্কৃত গদ্যকাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে আলোচনা কর।

সংস্কৃতসাহিত্যে কাব্যকে দৃশ্য ও শ্রব্য এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শ্রব্যকাব্যের অন্তর্গত হল মহাকাব্য, গদ্যকাব্য ইত্যাদি। পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীনসাহিত্যে আগে এসেছে পদ্য, গদ্যের আবির্ভাব ঘটেছে পরে। এক্ষেত্রেও সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন, যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় সংস্কৃত গদ্যের আমরা সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন পাই, আরণ্যক ও উপনিষদের অংশ বিশেষে গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও বেদাঙ্গ গ্রন্থগুলি সূত্রাকারে গদ্যে লেখা। লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর উপর রচিত পতঞ্জলির সুপ্রসিদ্ধ টীকা 'মহাভাষ্য' সংস্কৃত গদ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বহন করে। অতএব লৌকিক সংস্কৃত গদ্যরীতি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এছাড়া সায়ণাচার্যের বেদভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রের শংকরভাষ্য গদ্যরচনারূপে উল্লেখের দাবী রাখে। অতএব সংস্কৃত গদ্যের ধারাটি দ্বিমুখী — সূত্রসমূহের ভাষ্য এবং টীকা অংশের ব্যাখ্যামূলক মননশীল গদ্য ও গদ্যসাহিত্য। এই গদ্যসাহিত্যের আবার তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগ লক্ষ্য করা যায় — লোককথা (পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ) গল্প (শুকসপ্ততি) আর অলংকৃত গদ্যসাহিত্য (দণ্ডী, সুবন্ধু ও বাণভট্টের রচনা)। কাহিনী নির্ভর এই অলংকৃত গদ্যসাহিত্য আবার কথা ও আখ্যায়িকা - এই দুটি ভাগে বিভক্ত। গদ্যরচনাই হল কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মাপকাঠি। কারণ বলা হয়েছে — "গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি"। এই গদ্যসাহিত্য রচনায় যে ত্রয়ীর নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন - দণ্ডী, সুবন্ধু, ও বাণভট্ট।

দণ্ডী :— এই ত্রয়ীর মধ্যে গদ্যকাব্যকার দণ্ডী ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। দণ্ডীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব কমকথাই জানা যায়। দণ্ডী ছিলেন কাঞ্চী নগরের অধিবাসী। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত হন। ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের অনুসারে একথা বলা যুক্তিসঙ্গত হবে যে ষষ্ঠশতকীর শেষদিকে অথবা সপ্তম শতকীর প্রথমে দণ্ডী বর্তমান ছিলেন। দণ্ডীর নামে তিনটি গ্রন্থ প্রচলিত - দশকুমারচরিত, কাব্যাদর্শ ও অবন্তীসুন্দরীকথা। দশকুমারচরিত দণ্ডীর শ্রেষ্ঠ রচনা।

Scanned by CamScanner

এই গ্রন্থের দুটি ভাগ পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা, মধ্যিখানে দশকুমারের জন্ম থেকে কৈশোর জীবন ও তার পরবর্তী অভিযান বর্ণিত হয়েছে। এজন্যই গ্রন্থটির নাম হয়েছে 'দশকুমারচরিত', মগধরাজ রাজহংসের পুত্র রাজবাহন এবং তাঁর নয় বন্ধুর কাহিনী তাঁদের নিজেদের মুখে বিবৃত হয়েছে। সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে দণ্ডীর স্থান অতি উচ্চে। লোককথার কাহিনীর উপর ভিত্তি করে নিজের কল্পনা ও প্রতিভাবলে দণ্ডী একটি উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য রচনা করেছেন — যেখানে শুধুই গতানুগতিক রাজা-রাজড়ার কাহিনী বর্ণিত হয়নি। তৎকালীন নগরজীবনের অবক্ষয়, বিলাসব্যসন শঠতা, জনজীবনের দারিদ্র্য ও দুর্দশা, রাজনীতির কুটিল আবর্ত — এসব কিছুরই এক জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর দশকুমারচরিতে। দণ্ডী তাঁর পদলালিত্য গুণের জন্য সাহিত্যসমাজে বিখ্যাত। তাই সংস্কৃত সাহিত্যে দণ্ডীর সমসাময়িক যুগে, সফল গল্পকথক দ্বিতীয় আর দেখা যায় না।

সুবন্ধু :— এয়ী গদ্যশিল্পীর অন্যতম সুবন্ধু 'বাসবদত্তা' নামক গদ্যকাব্যের রচয়িতা। সুবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জনশ্রুতি অনুসারে তিনি ছিলেন কাশ্মীর দেশীয় ব্রাহ্মণ। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগকেই সুবন্ধুর আবির্ভাব কাল রূপে ধরা যায়। বাসবদত্তা কথা শ্রেণীর গদ্যকাব্য। এর কাহিনী কবির কল্পনা প্রসূত। রাজা চিন্তামণির পুত্র কন্দর্পকেতু কিভাবে কুসুমপুরের রাজার কন্যা বাসবদত্তাকে তার পিতৃগৃহে নিয়ে যান, পরে ঋষিশাপে বাসবদত্তা কিভাবে প্রস্তরমূর্তিতে পরিণত হন এবং তার অনুসন্ধানে গিয়ে কন্দর্পকেতু কিভাবে তার করস্পর্শের দ্বারা সেই প্রস্তরমূর্তিরূপী বাসবদত্তাকে জীবন্ত করে তোলেন — এই কাহিনী এখানে বিবৃত হয়েছে। সুবন্ধুর গ্রন্থে সত্যিকারের কোন জমাট কাহিনী নেই। তাঁর রচনায় আবেগ আছে, কিন্তু অনুভূতির মাত্রা কম। তিনি গৌড়ীয় রীতির ব্যবহার করে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু আত্যন্তিক অলংকারের প্রয়োগ তাঁর কাব্য রচনার মাধুর্য নষ্ট করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও নগর, পর্বত, সমুদ্র, ঋতু প্রভৃতির বর্ণনায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

বাণভট্ট:— সংস্কৃত গদ্যকাব্যের তথা সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন হলেন বাণভট্ট। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগকে তাঁর আবির্ভাব কাল হিসেবে ধরা হয়। বাণভট্ট হর্ষচরিত ও কাদম্বরী নামক দুটি গদ্যকাব্য রচনা করেন। আটটি উচ্ছ্বাসে রচিত আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যকাব্য হল হর্ষচরিত। এই গ্রন্থে বাণভট্ট নিজের বংশ পরিচয়, রাজা হর্ষবর্ধনের জন্মবৃত্তান্ত, প্রভাকরবর্ধনের কার্যকলাপ ও মৃত্যু, রাজশ্রীর বিবাহ, গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে হর্ষের যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত হলে বানভট্ট তাঁর বর্ণনা শক্তি ও সামাজিক চিত্র অঙ্কনের দক্ষতা এই গ্রন্থে পরিস্ফুট করেছেন। বানভট্ট সর্বশ্রেষ্ঠ কথা শ্রেণীর গদ্যকাব্য হল কাদম্বরী. 'কাদম্বরী' শব্দের অর্থ হল সুরা, তাই কোন কোন সমালোচক এমনও বলেছেন — কাদম্বরী কাব্যের রসাস্বাদন করলেও আহারে মানুষের রুচি থাকে না, এই কাব্যের দুটি ভাগ পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ, কেউ কেউ মনে করেন পূর্বভাগই বানভট্টের রচনা এবং উত্তরভাগ তাঁর পুত্র ভূষনভট্ট সমাপ্ত করেন। সংস্কৃত গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে বানভট্ট ছিলেন অসাধারন ব্যক্তিত্ব। চরিত্রচিত্রনে বানভট্ট ছিলেন সিদ্ধহস্ত, তারাপীড়ের প্রজাবাৎসল্য, চন্দ্রাপীড়ের বীর্য, মহাশ্বেতার প্রেম-পরিমাপক কাদম্বরীর প্রেম-হিল্লোলে প্রভৃতি বর্ণনা নৈপুন্যে সমুজ্জ্বল, তবে এসব সত্ত্বেও বানভট্টের রচনা ত্রুটিমুক্ত নয়। সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ, শ্লেষের ব্যবহার, দ্ব্যর্থবোধক শব্দচয়ন. এ সবই এমন এক স্তরে পৌঁছেছে — যা স্বাভাবিকতা ও সাবলীলতার সীমা অতিক্রম করে গেছে, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে চরিত্রচিত্রন দক্ষতা, শব্দভাণ্ডারের প্রানবন্ত প্রয়োগ ও বাস্তব বর্ণনা বানভট্টকে চিরকালের জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে অনন্য সম্মান প্রদান করেছে।

SukumarKhonda.

Scanned by CamScanner